যুগান্তর

তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

আবার সিদ্ধান্ত বদল!

শিক্ষার্থীদের নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন?

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করায় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা এ বছর থেকে তুলে দিয়ে অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষাকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করার যে প্রস্তাব উঠেছিল, মন্ত্রিসভা তা নাকচ করে দিয়েছে। স্বভাবতই এতে বিভ্রান্ত ও বিস্মিত হয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। উল্লেখ্য, গত ২১ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি, এ বছর থেকেই পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আর থাকবে না। একেবারে অষ্টম শ্রেণী শেষে হবে এই পরীক্ষা।' সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যখন কোনো বিষয়ে এমন ঘোষণা দেন, মানুষ সেটাকে সরকারি ভাষ্য হিসেবেই গ্রহণ করে। গণমাধ্যমেও বিষয়টি সেভাবে আসে। ঘটেছিলও তা-ই। কিন্তু পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বদলের কারণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অনেক অভিভাবক এ ঘটনাকে শিশু-কিশোরদের নিয়ে 'ছিনিমিনি খেলা' হিসেবেও মনে করছেন।

পরীক্ষা বা শিক্ষা নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। বলা যায়, এমন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ধারাবাহিকভাবেই ঘটে চলেছে। গত মাসে প্রথমবারের মতো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, শেষবারের মতো এ বছর পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হবে। কয়েক দিনের মাথায় সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এ বছর থেকেই পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত গত সোমবার নাকচ করে দিল মন্ত্রিসভা। প্রশ্ন হল, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন? এর মধ্য দিয়ে কি সরকারের বিচক্ষণতার অভাবই প্রকাশ পায় না? আমরা আশা করব, পরীক্ষা বা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সরকারের এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হবে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা 'গিনিপিগে' পরিণত হোক, এটি কোনোমতেই কাম্য নয়।

দেশের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা শুরু থেকেই পিইসি ও জেএসসি এ দুটি পরীক্ষার বিরোধিতা করে আসছেন। তারা বলছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাশাপাশি এই দুটি পরীক্ষা যুক্ত করায় শিক্ষা হয়ে গেছে পরীক্ষানির্ভর। এভাবে আমাদের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার্থী নয়, তাদের মূলত পরীক্ষার্থী বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। পরীক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশোনার কারণে শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের পরীক্ষার সংখ্যা কমানো উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এতে তাদের কোচিং ও গাইডবইয়ের ওপর নির্ভরতাও কমে আসবে বলে মনে করেন তারা। আমরা মনে করি, কোচিং ব্যবসা ও গাইডবইকে নিরুৎসাহিত করাও একটি জরুরি কর্তব্য। কাজেই সব বিবেচনায়ই শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষানির্ভরতা থেকে বের করে আনা প্রয়োজন। সবচেয়ে যা জরুরি তা হল, সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভেবেচিন্তে এবং একবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে তা থেকে সরে আসা ঠিক হবে না। কারণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, যা কখনও কখনও বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।